দৈনিক ইত্তেফাক

দারুল উলুম হাটহাজারী মাদ্রাসা

বার্ষিক খরচ এক কোটি টাকাঃ অর্থ আসে জনগণের দানে

বাংলাদেশে দারুল উলুম দেওবন্দ কেন্দ্রীক ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কার আন্দোলন শুরু হয় 'সোয়াশ' বছর পূর্বে। বাংলাদেশের দেওবন্দী চিন্তাধারার সর্ব প্রাচীন ও বৃহত্তম কওমী মাদ্রাসা হলো চট্টগ্রামের হাটহাজারী দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম মাদ্রাসা। এ ধরনের মাদ্রাসাকে সাধারণতঃ কওমী মাদ্রাসা বলা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে কওমী মাদ্রাসার সংখ্যা হলো আনুমানিক বার হাজারের বেশী। ছাত্র শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষ। মাদ্রাসাগুলো জনগণের সাহায্য সহায়তায় পরিচালিত।

হাটহাজারী মাদ্রাসা-হাটহাজারী উপজেলা সদরের বর্তমান ভবনে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০১ ইং সনে। প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম (অধ্যক্ষ) ছিলেন হযরত মাওলানা হাবিব উল্লাহ (রহ)। অন্যান্য প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হলেন সর্বজনাব হযরত মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ বাঙ্গালী (রহঃ), হযরত মাওলানা আবদুল হামিদ ও হযরত মাওলানা মুন্সী আজিজুর রহমান (রহঃ)।

দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রথম যুগের ছাত্র মাওলানা আবদুল ওয়াহিদ বাঙ্গালীর প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে প্রথম দেওবন্দ কেন্দ্রীক ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। প্রথম দিকে চট্টগ্রামের কয়েক জায়গায় কওমী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চলে। অতঃপর ১৮৯৯ সনে একটি মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। স্থায়ীভাবে ১৯০১ সনে তা বর্তমান স্থানে স্থানান্তরিত হয়। মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ (রহঃ) দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা কাসেম নানুতুবীর (রহ) ছাত্র এবং প্রখ্যাত আধ্যাত্মিক সাধক বুযুর্গ হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (রহঃ)-এর খলিফা ছিলেন।

প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম মাওলানা হাবীবুল্লাহ ছিলেন হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানুবীর (রহঃ) বিশিষ্ট শাগরিদ।

হাটহাজারী মাদ্রাসার প্রথম পৃষ্ঠপোষক-মুরুব্বী ছিলেন হযরত আল্লামা জহির উদ্দীন (রহঃ)। তিনি হযরত মাওলানা রশিদ আহমদ গংগোহীর (রহঃ) বিশিষ্ট খলিফা ছিলেন। প্রথম শায়খুল হাদীস ছিলেন আল্লামা সাঈদ আহমদ সন্দিপী। ১৯০৮ সালে হাটহাজারী মাদ্রাসার দাওরায়ে হাদীস টাইটেল খোলা হয়। হাটহাজারী মাদ্রাসাই অবশ্য বাংলার প্রথম টাইটেল মাদ্রাসা। হাটহাজারী মাদ্রাসার ১ বছর পর কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় টাইটেল হাদীস খোলা হয়।

বর্তমানে হাটহাজারী মাদ্রাসায় ৫ হাজার ছাত্র রয়েছে। টাইটেল হাদীস শিক্ষা লাভ করছে ১২০০ ছাত্র। বর্তমান মুহতামিম (অধ্যক্ষ) হযরত মাওলানা আহমদ শফী। তিনি শায়খুল ইসলাম মাওলানা সৈয়দ হোসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ)-এর বিশিষ্ট শাগরিদ ও খলিফা। আর প্রধান মুহাদ্দিস ও মুফতী হচ্ছেন ফকীহুল উম্মত হযরত আল্লামা মুফতী আহমদুল হক সাহেব। তিনি বাংলাদেশের প্রবীণতম মুফতীয়ে আজম, শায়খুল হাদীস এবং পীরে কামেল হিসেবে সর্বজন মান্য। একটি মজলিশে শুরা দ্বারা মাদ্রাসা পরিচালিত। বার্ষিক খরচ ১ কোটির উপরে। যার সব জনগণের দান।

হাটহাজারী মাদ্রাসার প্রথম মুফতীয়ে আজম ছিলেন হযরত মাওলানা মুফতী ফয়জুল্লাহ (রহঃ)। তাঁকে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান মুফতী ও মুফতীয়ে আজম মনে করা হত। দ্বিতীয় শায়খুল হাদীস ছিলেন হযরত আল্লামা মুহাম্মদ ইব্রাহিম বলিয়াবী, তৃতীয় শায়খুল হাদীস ছিলেন আল্লামা মোহাম্মদ ইয়াকুব (রহঃ)। চতুর্থ শায়খুল হাদীস ছিলেন হযরত আল্লামা আবদুল কায়উম (রহঃ)। পঞ্চম শায়খুল হাদীস ছিলেন হযরত আল্লামা আবদুল আজিজ (রহ)। ষষ্ঠ এবং বর্তমান শায়খুল হাদীস মুফতী আহমদুল হক হচ্ছেন। দ্বিতীয় মুহতামিম ছিলেন হযরত মাওলানা শাহ আবদুল ওহাব (রহঃ)। তিনি হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী (রহঃ)-এর বিশিষ্ট খলিফা এবং পাকিস্তান বারকাজী জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম-এর সভাপতি ছিলেন।

হাটহাজারী মাদ্রাসা থেকে হাজার হাজার আলেম শিক্ষা লাভ করেছে। যারা দ্বীনের বহুবিদ খেদমত দিয়েছে ও দিচ্ছেন। বর্তমানে হাটহাজারী মাদ্রাসার অনুকরণে হাজার হাজার মাদ্রাসা স্থাপিত হয়েছে।

❑ মুহাম্মদ আবদুর রহিম ইসলামাবাদী

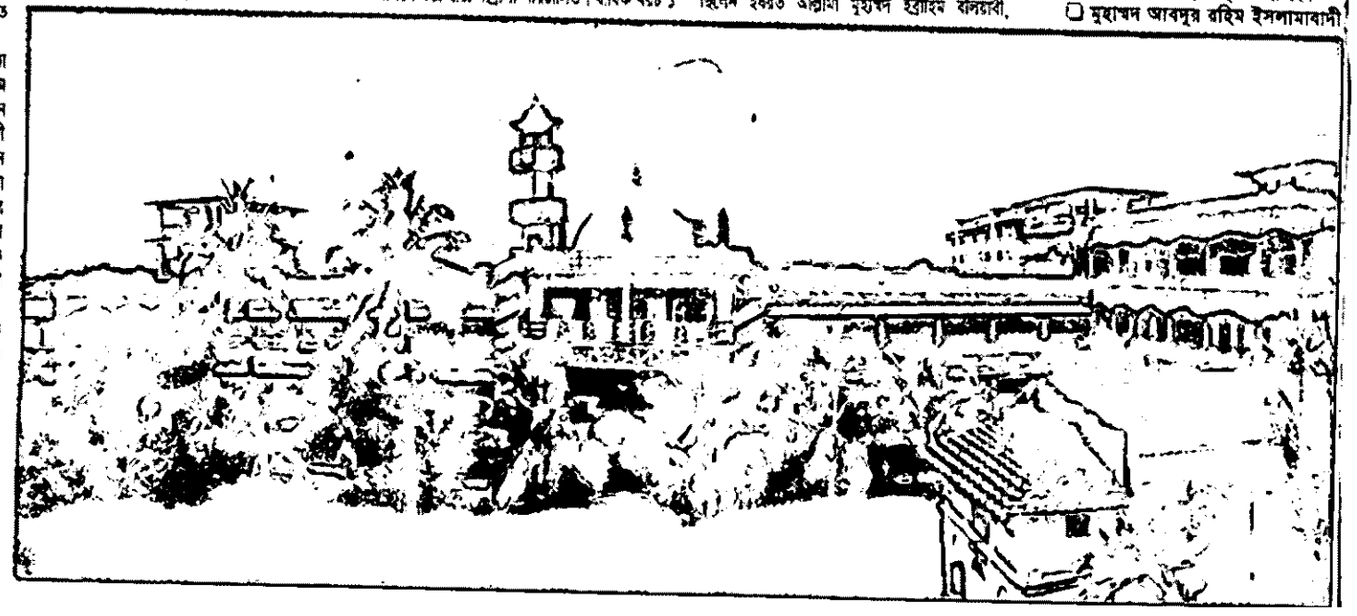

তারিখ: 10 JAN 2013
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৫ ...